

আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী কাজ

26 March 2026



(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার
সূন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী কাজ

সাপ্তাহিক সুম্মাতে ভরা ইজতিমার সুম্মাতে ভরা বয়ান

২৬ মার্চ ২০২৬ইং এর সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরুদ শরীফের ফযীলত.....	4
বয়ান শোনার নিয়ত	5
আহ...! রমযান চলে গেছে...!!	5
নেককার লোকদের একটি আমল	6
রমযানুল মুবারকের একটি বিশেষত্ব.....	6
ঈদের ছয়দিন দিন রোযা রাখার ফযিলত	7
ঈদের ছয় রোযা কখন রাখবেন?.....	7
নতুন জীবনের নতুন সূচনা.....	8
আল্লাহ পাককে সন্তুষ্টিকারী কাজ	9
(১) গুনাহের ক্ষমা চাওয়া	10
গুনাহের ক্ষমা চাওয়ার অভ্যাস করুন!.....	12
(২) রাতের ইবাদত	13
(৩-৪) রাতে দরুদ পড়া ও তিলাওয়াত করা	14
(৫) কাতার সোজা রাখা	14
রাতের ইবাদতের ফযিলত.....	15
রাতের ইবাদত ক্ষমা করিয়ে দিল!.....	16
কাতার সোজা রাখার ফযিলত.....	16
ত্যাগ দেয়া	18
ঈছার বা ত্যাগ কাকে বলে?	19
বিবি ফাতেমার ঈছার	19
অন্যকে খাবার খাওয়ানোর মহান সাওয়াব	20
নেক আমল নম্বর ৩৩	21

জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য মাদানী ফুল	22
ঘোষণা.....	23
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া	24
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:	24
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:	24
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:	25
(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:	25
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:	25
(৬) দরুদে শাফায়াত:.....	26
(১) এক হাজার দিনের নেকী	26
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:	26
জ্ঞান অর্জনকারীর অবশিষ্ট মাদানী ফুল.....	27
আয়না দেখার দোয়া.....	28
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি.....	29
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:.....	30
কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী.....	32
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল	32
মাসিক ৪টি নেক আমল.....	33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল	33
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর দোয়া	33

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাহের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তাকে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:

زَيْنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَى نُورٍ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ তোমাদের মজলিসগুলোকে আমার উপর দরুদ পাঠ করার মাধ্যমে সজ্জিত করো কেননা আমার উপর তোমাদের দরুদ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। (জামে সগীর, পৃ:২৮০, হাদিস: ২৫৮০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الْبَيْنَةُ الصَّادِقَةُ! (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ❦ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

আহ...! রমযান চলে গেছে...!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কয়েকদিন আগের কথা, আশিকানে রমযান অপেক্ষমান ছিল যে, রমযানুল মুবারক আগমন করবে। রমযানুল কারীমের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল...!! আর এখন দেখুন! এই পবিত্র মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন পুরো ১১ মাস পর এই পবিত্র

মাস আবারও তাশরিফ আনবে, অতঃপর আনন্দ লাগবে, রহমত নিয়ে আসবে, বরকত হবে কিন্তু...!! আফসোস! না জানি আমরা এই বরকত আর দেখতে পারব কিনা এর আগেই আমাদের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে কবরে চলে যেতে হয় কিনা...!!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

নেককার লোকদের একটি আমল

এক নেককার বুয়ুর্গ বলেন: আগেকার লোকেরা রমযানের পূর্বে ৬ মাস রমযান শরীফ পাওয়ার আর রমযানুল মুবারকের পর ৬ মাস রমযানের ইবাদত কবুল হওয়ার দোয়া করত। (লিত্বায়ফুল মাআরিফ, পৃ:২০৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মূলত এখন এই দোয়া করার আর আফসোস করে হাত মিলানোর দিন চলে এসেছে যে আহ! আমরা মাহে রমযানের সত্যিকার্তে মূল্যায়ন করতে পারিনি, এর জন্য আফসোস করতে হবে আর যা কিছু নেকী করতে পেরেছি, সেগুলো কবুল হওয়ার দোয়া করতে হবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের ভুলত্রুটির জন্য লজ্জিত হওয়ার এবং আল্লাহ পাকের রহমতের দোয়া করতে থাকার তাওফিক নসীব করুক।
أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

রমযানুল মুবারকের একটি বিশেষত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারকের ওই বিশেষত্ব যা হাদিসে পাকে বলা হয়েছে, তার মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনেক

সুন্দর বিশেষত্ব হলো এটা যে “রমযান হলো ওই পবিত্র মাস যেটা মানুষকে নতুন জীবন দান করেছে।” যেমন হাদিসে পাকে রয়েছে: **مَنْ صَامَ مِنْ صَائِمِيٍّ وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ** অর্থাৎ যে (ব্যক্তি) ঈমান সহকারে, সাওয়াব অর্জনের জন্য রমযানুল মুবারকের রোযা রাখল, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (বুখারী, খত: ১, পৃ: ২৬, হাদিস: ৩৮) অপর এক হাদিসে পাকে রয়েছে: যে রমযানের রোযা রাখল অতঃপর ৬দিন শাওয়ালে রাখল সে গুনাহ থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেন সে আজই তার মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে। (মাজমাউয ষাওয়ালিদ, ৩/৩২২, হাদিস: ৫১০২)

ঈদের ছয়দিন দিন রোযা রাখার ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদিস সমূহ থেকে প্রথমতো শাওয়ালের ৬টি রোযার ফযিলত প্রতীয়মান হলো, এগুলোকে ঈদের রোযাও বলা হয়ে থাকে, রেওয়াজেতের মধ্যে রয়েছে: ★ যে রমযানের রোযা রাখল অতঃপর সেগুলোর পর শাওয়ালের ৬টি রোযা রাখল তো সে যেন সারাজীবন রোযা রাখল। (মুসলিম, পৃ: ৪২৪, হাদিস: ১১৬৪) ★ যে ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়ালে) ৬টি রোযা রাখল সে যেন পুরো বছর রাখল যা একটি নেকী অর্জন করবে সে ১০টি নেকী পাবে। সুতরাং মাহে রমযানের রোযা হলো ১০ মাসের সমান আর এই ৬দিনের রোযা হলো ২ মাসের সমান। অতএব পুরো বছরের রোযা হয়ে গেল।

(আত্তাগীব ওয়াত্তাহীব, পৃ: ৩৪৬, হাদিস: ২)

ঈদের ছয় রোযা কখন রাখবেন?

سُبْحَانَ اللَّهِ! ঈদের ছয় রোযার কথা কী আর বলব...!! **الْحَمْدُ لِلَّهِ** মাহে রমযানের রোযা রাখার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে, এখন রোযা রাখা একটি

রুটিন তো হয়েছে, আমাদের উচিত ঈদের ছয়টি রোযাও রেখে নেওয়া, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** সারাজীবন রোযা রাখার সাওয়াব নসীব হবে। খলিলে মিল্লাত মুফতি মুহাম্মদ খলিল বারকাতী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: এই রোযাগুলো ঈদের পর লাগাতার রাখলে তাতেও কোন সমস্যা নেই তবে উত্তম হলো, প্রতি সাপ্তাহে ২টি করে রোযা রাখা আর ঈদের দ্বিতীয়দিন একটি রোযা রাখা এবং পুরো মাসে রাখো তো আরও ভালো হয়। (সুন্নী বেহেশতী জেগর, পৃ: ৩৪৭)

মোটকথা ঈদের দিন রোযা রাখতে পারবেন না, এর পর থেকে পুরো মাসে যখন চান ঈদের ছয় রোযা রাখতে পারবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য নসীব করুক।

أَمِينِ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

নতুন জীবনের নতুন সূচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদিসে মুবারকা থেকে দ্বিতীয় আরও একটি বিষয় আমাদের এটি মিলেছে যে, মাহে রমযান হলো নতুন একটি জীবন দানকারী মাস, অর্থাৎ যে মাহে রমযানের রোযা রাখল সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে গেল, এখন সে এমনই যেন সে আজই জন্ম হয়েছে। যা কবীরা গুনাহ রয়েছে যেমন ★ নামায না পড়া ★ রোযা না রাখা ★ মুসলমানকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি, এসব গুনাহের ক্ষমা তাওবার মাধ্যমেই হতে পারে অবশ্য মাহে রমযান ক্ষমাদানকারী মাস, এই লক্ষ লক্ষ ওইসব লোককে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে সুতরাং আমরা আল্লাহ পাকের রহমতের আশা রাখতে পারি যে, হয়তো আমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অতএব! মাহে রমযানের পর এখন নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে। এখন আমাদের এটাকে

একটি নতুন জীবন বানাতে হবে অর্থাৎ একটি আমাদের মাহে রমযানের পূর্বের জীবন আরেকটি হলো মাহে রমযানের পরের জীবন শুরু হলো, আমাদেরকে এই দুটি জীবনের মধ্যে পরিবর্তন আনা উচিত যেমন, ★ আগে নামায না পড়ে থাকলে এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার অভ্যাস করা উচিত ★ আগে যদি সুন্নাতের উপর আমল করার বিষয়ে উদাসিনতা থাকে তবে এখন সুন্নাতের উপর আমল করা শুরু করতে হবে ★ আগে মন্দ স্বভাব ছিল তো এখন উত্তম স্বভাব বানাতে হবে ★ পূর্বে ইবাদতে অলসতা ছিল তো ইবাদতে আগ্রহ বাড়াতে হবে। মোটকথা রমযানুল মুবারকের পর আর আগের জীবনের মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন আনতে হবে কেননা এখন নতুন একটি জীবনের সূচনা হয়েছে।

আল্লাহ পাককে সম্ভষ্টকারী কাজ

এখন যেহেতু খুশির দিন, ঈদের আমেজ চলছে আর রমযানুল মুবারকের পর এখন নতুন জীবন শুরু হচ্ছে সুতরাং আসুন! কিছু ঈমান সতেজকারী হাদিসে মুবারকা শ্রবণ করি এবং এই দৃঢ় নিয়ত করি যে, এই হাদিসগুলোর মধ্যে যেই আমলের কথা বলা হয়েছে ওই নেক আমলগুলোকে নিজের ভবিষ্যত জীবনে বাস্তবায়ন করব।

سُبْحَانَ اللَّهِ! এখন খুশির সময়, মানুষ আনন্দ উপভোগের নামে না জানি কী কী করছে, মিথ্যা কাহিনী শুনিতে অটুহাসির আওয়াজ উঁচু করছে, বন্ধু-দোস্তু সবাই মিলে উল্লাস করছে, চিৎকার-চেচামেচি করছে, আফসোস...!! আনন্দ উপভোগ করার এই অতিরঞ্জিত পদ্ধতিটা আমাদের সমাজে ক্রমশ বেড়েই চলছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ইসলাম বিনোদনের বিরোধি নয়, ইসলাম বিনোদনকে প্রমোট করে, কেমন ভালো হয় যে, খুশির সময়ে এবং এরপরের জীবনের জন্য ওই আমল করা যা বান্দার কাজে আসবে আর আল্লাহ পাক তা দেখে মুচকি হাসবেন (অর্থাৎ খুবই খুশি হবেন)। খুবই সুন্দর একটি হাদিস শরীফ শুনুন...!! আমাদের প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: অর্থাৎ যখন তোমার প্রতিপালক পৃথিবীতে কোন বান্দাকে দেখে মুচকি হাসেন তো কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে হিসাব নেওয়া হবে না। (মুসনদে আহমদ, ৯/২৫৬, হাদিস: ২৩১১৬)

سُبْحَانَ اللَّهِ! অর্থাৎ আমরা যেই নেক আমলের ব্যাপারে শুব সেগুলোর দুইটি ফযিলত হলো: (১) যেই বান্দা এই নেক আমল করবে আল্লাহ পাক তার উপর রাজি হয়ে যান এবং তার উপর রহমত নাযিল করেন। (২) এমন সৌভাগ্যবান লোক কিয়ামতের দিন বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই নেক আমলগুলো কী? আসুন! শ্রবণ করি:

(১) গুনাহের ক্ষমা চাওয়া

হযরত আলী বিন রাবিয়া رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: একবার মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীযুল মুরতায়্যা বাহনের উপর আরোহন করলেন, আমাকে পেছনে বসালেন আর হিররা (নামক এলাকায়) দিকে রওনা হলেন, যেতে যেতে তিনি আসমানের দিকে মাথা উঠালেন, এরপর বললেন: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اَحَدٌ غَيْرُكَ অনুবাদ: হে আল্লাহ

পাক! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও! তুমি ব্যতীত গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

হযরত আলী বিন রাবিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: এটা পড়ার পর হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আমার দিকে তাকালেন আর মুচকি হাসলেন। আমি খুবই অবাক হলাম, জিজ্ঞাসা করলাম: হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি আগে ইস্তিগফার করলেন (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট গুনাহ ক্ষমা চাইলেন) এরপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন, এর রহস্য কী?

আমার এই প্রশ্ন শুনে হযরত মাওলা আলী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আমাকে একটি ঘটনা শুনালেন (তঁর অতীতের একটি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে) বলতে লাগলেন: একবার রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বাহনের উপর তাম্বুরীফ নিলেন, আমাকে তঁর পেছনে বসার সৌভাগ্য দান করলেন আর (যেমনভাবে আজ আমরা হিররার দিকে যাচ্ছি, ঠিক তেমনি) হিররার দিকে রওনা হলেন, চলতে চলতে তিনি আসমানের দিকে মাথা উঠালেন, অতঃপর এটা পড়লেন (যেটা আমি পড়েছি) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! আমাকে ক্ষমা করে দাও! তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

অতঃপর রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী চেহারা আমার দিকে ফিরালেন এবং মুচকি হাসলেন, এতে আমিও ওই প্রশ্ন করেছি যেটা তুমি আমাকে করেছ যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এতে হিকমত কী? হযরত صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বললেন: হে আলী! যখন বান্দা আল্লাহ পাকের নিকট

ক্ষমা চাই তখন আল্লাহ পাক সেই বান্দার উপর খুশি হয়ে মুচকি হাসেন, ব্যস আল্লাহ পাকের এই মুচকি হাসির কারণে আমিও মুচকি হাসলাম।

(মুসাম্মাক ইবনে শাইবা, ৭/৬৩, হাদিস: ১২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

গুনাহের ক্ষমা চাওয়ার অভ্যাস করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাওলা আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনাকৃত হাদিসে পাক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন বান্দা আল্লাহ পাকের নিকট গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন এমন বান্দার উপর আল্লাহ পাক অনেক খুশি হয়ে থাকেন এবং তাঁর শান অনুযায়ী মুচকি হাসেন যে, দেখো! আমার বান্দা জানে যে; সে গুনাহ করেছে আর এটাও জানে যে, আমার মালিক আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

سُبْحَانَ اللهِ! আমাদেরও নিজেদের ক্ষমা চাওয়ার অভ্যাস করা দরকার...!! অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي পড়ার অভ্যাস গড়ে নিন! বেশি না হলেও কমপক্ষে তাসবীহ (তথা ১০০বার) পড়ে নিন! ইস্তিগফারের আরও অনেক শব্দ রয়েছে, اَسْتَغْفِرُ الله! اَسْتَغْفِرُ الله! পড়তে থাকুন, সায়িদ্দুল ইস্তিগফার (যেটা শাজারায়ে আলিয়া কাদেরীয়া আত্তারীয়াতে লিখা রয়েছে সেটা) পড়ে নিন! মোটকথা আল্লাহ পাকের নিকট নিজের গুনাহের ক্ষমা চাওয়ার অভ্যাস করে নিন! إِنَّ شَاءَ اللهُ! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাওয়ার ও কিয়ামতের দিন বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া নসীব হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইস্তিগফার করার তাওফিক দান করুক। أَمِينِ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(২) রাতের ইবাদত

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আবু যর গিফারী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলেছেন: ৩ বান্দা (এমন) রয়েছে, আল্লাহ পাক যাদেরকে দেখে মুচকি হাসেন এবং অনেক খুশি হয়ে থাকেন: (১) যেই বান্দা রাতে উঠে, বিছানা ছাড়ল, ভালোভাবে অযু করে, এরপর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাকে দেখে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বলেন: হে ফেরেশতারা! বলো! আমার বান্দাকে এই নেকীর দিকে কে ধাবিত করেছে? ফেরেশতারা বলে: মাওলা! তুমিই ভালো জানো। আল্লাহ পাক বলেন: হ্যাঁ! আমি জানি কিন্তু তোমরা আমাকে বলো! ফেরেশতারা বলল: হে আমাদের দয়াময় মালিক! তুমি তাকে একটি জিনিস (অর্থাৎ জাহান্নাম) এর ভয় দিয়েছ, সে এটাকে ভয়ে করে, তুমি তাকে আরেকটি জিনিস (অর্থাৎ জান্নাত) এর আশা দিয়েছ, সে ওটার প্রত্যাশী, এই ভয় আর আকাঙ্ক্ষা, যেটা তার রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে তোমার দরবারে দন্ডায়মান হওয়ার দিকে ধাবিত করেছে। আল্লাহ পাক বলেন: হে ফেরেশতারা! সাক্ষী হয়ে যাও! সে যেই জিনিসকে ভয় করে, আমি আমার বান্দাকে সেই জিনিস থেকে নিরাপত্তা দান করলাম আর যেই জিনিসের সে প্রত্যাশা রাখে, সেটা (অর্থাৎ জান্নাত) তার জন্য ওয়াজিব করে দিলাম। (২) অপর ব্যক্তি হলো সে যে বাতিলের যুদ্ধে শরীক হলো, অটল রইল, এই পর্ন্ত যে, শহীদ হয়ে গেল অথবা আল্লাহ পাক তাকে বিজয়ী দান করল (ওই বান্দাকেও দেখে আল্লাহ পাক মুচকি হাসেন) (৩) আর তৃতীয় ব্যক্তি হলো ওই বান্দা যে রাতের সফর করে, এই পর্যন্ত যে রাতের শেষ ভাগে যখন কোথাও থেমে যায় তখন তার সাথীরা ঘুমিয়ে

পড়ে কিন্তু সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে থাকে (ওই বান্দাকে দেখেও আল্লাহ পাক মুচকি হাসেন (অর্থাৎ খুশি হন)।

(যুহদ লি ইবনে মুবারক, অংশ: ৯, পৃ: ৩৪৫, হাদিস: ১২১২)

سُبْحَانَ اللَّهِ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনোযোগ দিন! কত সৌভাগ্যবান ওই বান্দা যে রাতে উঠে, ঘুম ত্যাগ করে, ভালোভাবে অযু করে আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়িয়ে যায়, সে ওই সৌভাগ্য যাকে দেখে আল্লাহ পাক মুচকি হাসেন।

(৩-৪) রাতে দরুদ পড়া ও তিলাওয়াত করা

মহান সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলেছেন: এক বান্দা রাতে উঠত, ভালোভাবে অযু করত, অতঃপর আল্লাহ পাকের হামদ করত, তার মহত্ব বয়ান করত, তাঁর নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ পড়ে এবং কুরআন খুলে পড়া শুরু করে দেয়, সে হলো ওই বান্দা যাকে দেখে আল্লাহ পাক মুচকি হাসেন আর বলেন: দেখো! আমার বান্দা ইবাদত করছে এবং আমি ছাড়া তাকে অন্য কেউ দেখছে না। (আজলাতুর রাগিব, ৮৭৮ পৃ:, হাদিস: ৭৬৫)

(৫) কাতার সোজা রাখা

হযরত আবু সায্যিদ খুদরী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলেছেন: ৩ বান্দাকে দেখে আল্লাহ পাক মুচকি হাসেন (১) ওই গোত্র যারা নামাযে কাতার সোজা করে। (২) ওই বান্দা যে আল্লাহ পাকের রাস্তায় জিহাদ করে। (৩) তৃতীয়জন হলো ওই ব্যক্তি যে রাতের অন্ধকারে ইবাদত করে (তাকে দেখে আল্লাহ পাক মুচকি হাসেন)।

(মুসান্নাফ ইবনে শায়বা, ১/৩৮৮, হাদিস: ১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পাঁচটি কাজ: (১) রাতে নামায পড়া (২) রাতের নির্জনে দরুদ শরীফ পড়া (৩) তিলাওয়াত করা (৪) রাতের অন্ধকারে কোন ইবাদত করা (৫) এবং নামাযে কাতার সোজা করা। এখন দেখুন! এগুলো কেমন কঠিন কাজ? একদম নয়, রাতে উঠুন, ২ রাকাত নফল পড়ুন, যথাসম্ভব দরুদে পাক পড়ুন! আপনার যতটুকু সম্ভব হয়, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করে নিন! বেশি না পারলে অন্তত সূরা মূলক পাঠ করে নিন! আর যখন জামাআতে নামায পড়ার জন্য মসজিদ উপস্থিত হবেন তখন নিজের পায়ের গোড়ালী ও কাঁধের দিকে খেয়াল করে কাতার সোজা রাখুন! এই ছোট ছোট কাজগুলো করতে হবে এবং এগুলোর ফযিলত কত, যেই বান্দা এসব কাজগুলো করে, সে এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে, তার প্রতিপালক তার আমল দেখে মুচকি হাসেন, অর্থাৎ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন এবং সে হলো ওই সৌভাগ্যবান যে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

রাতের ইবাদতের ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবাকের পর এখন আমাদের নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে, দৃঢ় নিয়ত করে নিন! এখন থেকে ভবিষ্যতের পুরো জীবনের এই রুটিন হবে যে, প্রতিদিন রাতে বেশি না হলেও কমপক্ষে ১ঘন্টা আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য অবশ্যই নির্ধারণ করবেন, আজকাল যুবকদের রাত সাধারণত অহেতুক কাজে কেটে যায়, সোশ্যাল মিডিয়া চালাতে চালাতে, মোবাইলে বিভিন্ন জিনিস দেখাতে, ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদিতে চ্যাটিং করতে করতে রাত অতিবাহিত করে, কত কত ঘন্টা কেটে যায়, হে আশিকানে রাসূল! বেশি নয়, কমপক্ষে ১ ঘন্টা হলেও

আল্লাহ পাকের জন্য দিন! **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** এমন বরকত পাবেন যেগুলোর ব্যাপারে বলার কোন ভাষা নেই।

রাতের ইবাদত ক্ষমা করিয়ে দিল!

হযরত কবিসাহ বিন উকবা **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন, আমি হযরত সুফিয়ান সাওরী **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** কে ইস্তেকালের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তখন তিনি আমাকে বললেন: আমি আমার দয়ালু প্রতিপালকের দীদার করলাম তো আল্লাহ পাক আমাকে বললেন: হে ইবনে সায্যিদ! তোমাকে অভিনন্দন, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট, কেননা যখন রাত হতো তখন তুমি অশ্রুসিক্ত ও ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ইবাদত করতে, জান্নাত তোমার সামনেই যেই মহলটাই নিতে চাও নিয়ে নাও আর তুমি আমার দীদার করতে থাকো, কেননা আমি তোমার থেকে দূরে নই।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৭৭ সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

কাতার সোজা রাখার ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওইসব লোক যারা নামাযে কাতার সোজা করে, তার ব্যাপারেও ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে দেখে মুচকি হাসেন।

আফসোসের বিষয় হলো, আজকাল এই বিষয়ে অনেক উদাসিনতা দেখা যাচ্ছে, সাধারণত ইমাম সাহেব জামাআতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার আগে

ঘোষণা করে থাকে যে, নিজেদের গোড়ালী, গর্দান ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে নিন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! নামাযে কাতার সোজা না করা কোন সাধারণ বিষয় নয়, এর দ্বারা যেই ক্ষতিসমূহ হাদিসে মুবারকায় বলা হয়েছে, তা অনেক কঠিন। ☆ কাতার সোজা না করা মানে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া, নাজায়িয ও গুনাহ। (উমদাতুল ক্বারী, ৪/৩৫৪, হাদিসের পাদটীকা: ৭১৮) ☆ কাতার সোজা না করার দ্বারা নামায অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ২/১৮৩) ☆ কাতার সোজা না করার দ্বারা নামাযে কুমন্ত্রণা আসার কারণ হয়, হাদিসে পাকে রয়েছে: খালি (Gap) জায়গা পূরণ করো! কেননা শয়তান তোমাদের মাঝখানে ভেড়ার বাচ্চার মত ঢুকে পড়ে। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯/১৯৮, হাদিস: ২২৯০১) হাদিসে পাকে রয়েছে: যে কাতার ভঙ্গ করে, আল্লাহ পাক তাকে ভেঙ্গে দিবেন, এর ব্যাখ্যায় ফয়যুল কদীরে রয়েছে: অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাকে সাওয়াব ও রহমত থেকে দূর করে দেন অথবা তার নেকী বৃদ্ধি করার তাওফিক হয় না। (ফয়যুল কদীর, ৬/৩০৬, হাদিস: ৯০৭৬) আমাদের প্রিয় নবী ইরশাদ করেন: আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করো! নতুবা আল্লাহ পাক তোমাদের মাঝখানে মতানৈক্য প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

(মুসলিম, পৃ:১৬৯, হাদিস: ৪৩৬)

سُبْحَانَ اللَّهِ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর মনোযোগ দিন! এটি কেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়...!! কাতার সোজা না রাখাটা শুধুমাত্র একটি নামাযের মাসআলা নয়, এটির প্রভাব আমাদের ভ্রাতৃত্বের উপর পড়ে থাকে বরং সমাজেও এটির প্রভাব পড়ে থাকে, এজন্য আমাদের উচিত নামাযে কাতার সোজা রাখা।

ত্যাগ দেয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওই ভালো কাজ যা দ্বারা আল্লাহ পাক রাজি হন, সেগুলোর মধ্য হতে একটি নেক কাজ হলো ত্যাগ। অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা; রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে একবার এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আসল, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সমস্ত উম্মাহাতুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ এর ঘরে খবর পাঠালেন যে, কোন খাবার আছে কিনা কিন্তু কারো ঘরে কোন খাদ্য দ্রব্য ছিল না। রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সাহাবায়ে কেরামদের رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ বললেন: যে ব্যক্তি একে মেহমান বানাবে আল্লাহ পাক তার উপর দয়া করবেন। হযরত আবু তালহা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ উপস্থিত হলেন আর মেহমানকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন, ঘরে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন: ঘরে কি কোন খাবার আছে? তিনি বললেন: শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য সামান্য করে রেখেছি। হযরত আবু তালহা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন: বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর যখন মেহমান খেতে বসবে তখন চেরাগ ঠিক করার বাহানা বানিয়ে উঠে যাবে আর চেরাগ নিভিয়ে দিবে, যাতে মেহমান ভালোভাবে খেতে পারে। এই কৌশলটি এজন্য করা হয়েছিল যেন মেহমান এটা জানতে পারে যে, পরিবারের লোকেরা তার সাথে আহার করছে না নতুবা তিনি মন খারাপ করতেন এবং খাবার থেকে অব্যাহতি দিতেন, যার ফলে মেহমান ক্ষুধার্ত থেকে যেত। এইভাবে হযরত আবু তালহা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ মেহমানকে খাইয়ে দিলেন আর নিজের সন্তানদেরকে ক্ষুধার্ত থেকে রাত কাটিয়ে দিলেন। যখন সকাল হলো এবং তিনি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ হযরত আবু তালহাকে বললেন: রাতে অমুক অমুকের ঘরে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে।

আল্লাহ পাক তাদেরকে দেখে মুচকি হেসেছেন (অর্থাৎ অনেক খুশি হয়েছেন। এই ঘটনার ব্যাপারে সূরা হাশরের এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে:

(বুখারী, ১২৫৩, হাদিস: ৪৮৮৯)

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

(পারা: ২৮, সূরা হাশর, আয়াত: ৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিজেদেরকে প্রাণের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয় যদিও তাদের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়, এবং যাকে আপন প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে, সুতরাং তারাই সফলকাম।

سُبْحَانَ اللَّهِ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বোঝা গেলে, ত্যাগ দেয়াও আল্লাহ পাককে রাজি করে এমন একটি আমল।

ঈছার বা ত্যাগ কাকে বলে?

ঈছারের সংজ্ঞা: অপরের ইচ্ছা ও প্রয়োজনকে নিজের ইচ্ছার ও প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেওয়া। (মদীনার মাছ, পৃ:৩) হাদিসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন জিনিসের আকাজক্ষা রাখে, অতঃপর সেই ইচ্ছাকে থামিয়ে দিয়ে নিজের উপর (অন্য কাউকে) প্রাধান্য দেয় তো আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দেন। (ইহইয়াউল উলুমুলীন, ৩/১১৫)

বিবি ফাতেমার ঈছার

হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: একদিন কিছুদিন অনাহারের পর আমাদের ঘরে খাবার রান্না করা হলো, আমার আব্বাজান মাওলা আলী ও আমার ছোট ভাই হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ খাবার শেষ করে নিয়েছিল, কিন্তু আমার আন্মা হযরত বিবি ফাতেমা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا এখনও আহার করেননি, তিনি যখনই খাবার শুরু করতে লাগলেন,

দরজায় কেউ করাঘাত করল আর বলতে লাগল: হে রাসূলুল্লাহর কন্যা! আমি দুইদিন ধরে কিছু খাইনি আমাকে কিছু খেতে দিন। হযরত ফাতেমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا খাবারকে হাত উঠিয়ে নিলেন আর হুকুম দিলেন যাও! এই খাবারগুলো ভিক্ষুককে দিয়ে দাও, আমি তো একদিন খাবার খাইনি আর সে ২দিন ধরে উপবাস রয়েছে। (মদীনার মাছ, পৃ:২৪)

অন্যকে খাবার খাওয়ানোর মহান সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনেছেন যে, বিবি ফাতেমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا উপবাস থাকা সত্ত্বেও নিজের খাবার ঈছার করলেন, আমাদেরকে এই পবিত্র ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার, বিশ্বাস করুন! ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো আর পিপাসার্তকে পান করানো অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। এই প্রসঙ্গে ২টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী শ্রবণ করুন: (১) যে কোন মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার দিল, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ফল খাওয়াবেন আর যে কোন মুসলমানকে পিপাসার্ত অবস্থায় পান করালো, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন মোহর বিশিষ্ট পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন। (তিরমিযী, পৃ:৫৮১, হাদিস: ২৪৪৯) (২) যে কোন মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেট ভরে খাবার খাওয়াবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন যেই দরজা দিয়ে তার মত লোকেরাই প্রবেশ করবে।

(মু'জামু কবীর, ৮/৪১৮, হাদিস: ১৬৫৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা এই কয়েকটি হাদিসে মুবারকা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, যার মধ্যে এসব আমলের কথা আলোচনা করা হয়েছে যদি বান্দা এসব কাজ করে তবে আল্লাহ পাক ওই

বান্দাকে দেখে মুচকি হাসেন অর্থাৎ অনেক খুশি হন আর যাকে দেখে আল্লাহ পাক মুচকি হাসেন, তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এই আমলগুলো কী কী আসুন আমরা শুনে নিই: (১) নিজের গুনাহের ক্ষমা চাওয়া অর্থাৎ ইস্তিগফার করা (২) রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন উঠে ইবাদত করা (৩) রাতে দরুদ পাক পাঠ করা (৪) তিলাওয়াত করা (৫) নামাযে কাতার সোজা রাখা (৬) এবং ঈছার করা।

রমযানুল মুবারকের পর এখন আমাদের নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে, এখন থেকে এই ভালো ও নেক কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করার অভ্যাস গড়ে নিন! আল্লাহ পাক আমাদের এই কাজগুলো সব সময় করতে থাকার তাওফিক দান করুক। **أَمِينِ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

নেক আমল নম্বর ৩৩

হে আশিকানে রাসূল! রমযানুল মুবারকের বরকতময় মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে এই মুবারক মাসকে স্মরণীয় করে রাখতে, ইবাদতের আগ্রহ ও স্পৃহা অব্যাহত রাখতে এবং মসজিদের সাথে নিজের সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত (Linkup) হয়ে যান! যেহি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যেও খুব বেশি বেশি অংশ নিন! **إِنْ شَاءَ اللهُ** দ্বীন ও দুনিয়াবী অসংখ্য বরকত নসীব হবে। রমযানুল মুবারকের মত বাকি মাসগুলোতেও রাতের ইবাদত করার অভ্যাস করার জন্য আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর দানকৃত “৭২ নেক আমল” এর মধ্যে ৩৩ নম্বর এর উপর আমল করুন, সেই নেক আমলটি হলো: আপনি কি আজকে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন? অথবা রাতে না ঘুমানো

অবস্থায় সালাতুল লাইল আদায় করেছেন? এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমাদের নামাযের অভ্যাস ও রাতে নামায পড়ার অভ্যাস অব্যাহত থাকবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষ প্রান্তে সুন্নাতের ফযিলত ও কিছু আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালোবাসল আর যে আমাকে ভালোবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাত, ১/৫৫, হাদিস: ১৭৫)

জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলম অর্জনকারীর ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করুন। প্রথমে ২টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী শ্রবণ করুন: (১) বললেন: যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করল আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সুগম করে দেন। (মুসলিম, ১১১০ পৃ., হাদিস: ৬৮৫৩) (২) বললেন: যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য ঘর থেকে বের হয় ফেরেশতারা তার এই কাজে খুশি হয়ে তার জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। (তবরানী কবীর, ৮/৫৫, হাদিস: ৭৩৫০) ☆ ইলম অর্জন করার জন্য সফর করা বুযুর্গানে দ্বীনের সুন্নাত। (৪০ ফরমানে মুস্তফা, ২৩) ☆ ইলম হাসিলের জন্য প্রশ্ন করা অবশ্যই ফযিলতের কাজ কিন্তু প্রশ্ন করার আদবের দিকে

খেয়াল রাখা জরুরী। (ফয়যানে দাতা গঞ্জে বখশ হাজভেরী, পৃ:১৩) ☆ ইলম হলো ভান্ডার আর প্রশ্ন করা হলো সেটার চাবি। (আল ফেরদৌস বিমাত্বুরিল খিতাব, ২/৮০, হাদিস: ৪০১১) ☆ ইলম শেখার জন্য প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। (আ'রাবী কে সুওয়ালাত অর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, পৃ:৮) ☆ তোশামোদী করা মুমিনীনের চরিত্র নয় কিন্তু ইলম শেখার ক্ষেত্রে তোশামোদী করা যেতে পারে। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/২২৪, হাদিস: ৪৮৪৩) ☆ এমন প্রশ্ন করা থেকেও বেঁচে থাকুন যেটার দুনিয়াবী ও পরকালীন উপকার নেই। (আ'রাবী সুওয়ালাত অর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, পৃ:৯)

ঘোষণা

জ্ঞান অর্জনকারীর অবশিষ্ট সুন্নাত তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً يُدَوِّمُ مَلِكَ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়াদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৬ মার্চ ২০২৬ইং

- (১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

জ্ঞান অর্জনকারীর অবশিষ্ট মাদানী ফুল

ইলম অনোষণ করার পর সেটাকে যে প্রকাশ করে না তার উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির ন্যায় যে ভান্ডার জমা করে অতঃপর তার মধ্য থেকে কিছুই ব্যয় করে না। (মু'জামু আউসাত, ১/২০৪, হাদিস: ৪৮৯) ☆ যখন কোন আলিমে দ্বীনকে কোন প্রশ্ন করতে চাইবেন তখন আদব বজায় রেখে তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি চাইবেন। (আ'রাবী সুওয়ালাত অর আরবী আকা কি জাওয়াবাত, পৃ:৬) ☆ জ্ঞান বৃদ্ধি হয় অনোষণ আর জানার উদ্দেশ্য প্রশ্ন করার মাধ্যমে সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেটার ব্যাপারে জানো আর যা কিছু জানো তার উপর আমল করো। (জামেউল বয়ানুল ইলম ওয়া ফুধলা, ১/১২২, হাদিস: ৪০২) ☆ ইলম অর্জনের উত্তম সময় হলো যৌবনের শুরুতে, সাহরি ও মাগরিবের এবং ইশারের মধ্যবর্তী সময়কাল। তবে এই বিষয়টি হলো উত্তম সময়ের ক্ষেত্রে পক্ষান্তরে একজন শিক্ষার্থীকে সব সময় জ্ঞান অনোষণে মগ্ন থাকা উচিত। (রাহে ইলম, পৃ:৭৩) ☆ একজন শিক্ষার্থীকে সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন কেননা ঝগড়া-বিবাদে সময় নষ্ট হয়ে যায়। (রাহে ইলম, পৃ:৭৪) ☆ শিক্ষার্থীর উচিত জ্ঞান অনোষণের রাস্তায় আগত মুসিবত ও কষ্টসমূহ সহ্য করা। (প্রাণ্ডক্ত, পৃ:৮০) ☆ শিক্ষার্থী যত বেশি পরহেযগার হয় তার জ্ঞান তত বেশি তাকে উপকার দেয়। (প্রাণ্ডক্ত পৃ:৮১) ☆ দ্বীনি শিক্ষার্থীর উচিত

সবসময় কিতাবাদি নিজের সাথে রাখা যাতে অবসর সময়ে সেগুলো অনুশীলন করতে পারে। (প্রাণ্ডক: ৮৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

আয়না দেখার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ভরা ইজতিমার হালকার সিডিউল অনুযায়ী “আয়না দেখার দোয়া” মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَّنْتَ خُلُقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! তুমি আমাকে যেমন সুন্দর বানিয়েছ আমার চরিত্রকেও তেমন সুন্দর বানিয়ে দাও। (মাদানী পাঞ্জেশূরা, পৃ: ২০৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। (জামিউস সগীর লিস সুন্নতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে “ভালো ভালো নিয়্যত” করে নিই।

১. আল্লাহ পাকের সম্ভষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (আল্লাহ না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতেের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (←) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (○) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতেের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছে? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছে? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছে? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ কি পাঠ করেছে? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছে বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছে? ৮. ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পাঠ করেছে? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়য কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী

★ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ★ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার
★ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইত্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ